যুগান্তর

তারিখ 19 NOV 2017
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

নিরাপত্তাহীনতায় উদ্বিগ্ন রাবি শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা

রাজশাহী ব্যুরো

সাম্প্রতিক সময়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) 'অপহরণ', ছিনতাই, ছাত্রী উত্ত্যক্ত ও হত্যার ঘটনায় নিরাপত্তাহীনতায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। সর্বশেষ শুক্রবার সকালে ছাত্রী হলের সামনে থেকে বাংলা বিভাগের স্নাতক (সম্মান) শেষবর্ষের শিক্ষার্থী উম্মে শাহী আম্মানা শোভাকে 'অপহরণের' ঘটনায় এ শঙ্কা আরও ঘনিভূত হয়েছে।

এর আগে চলতি মাসের ১৩ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের এক দারোয়ান ও সহকারী রেজিস্ট্রারের বিরুদ্ধে ওই হলের ছাত্রীদের সম্পর্কে অশালীন মন্তব্য ও অসদাচরণের অভিযোগ ওঠে। হল গেট দিয়ে বের হওয়ার সময় ওই দারোয়ান প্রায়ই ছাত্রীদের পোশাক ও শরীর নিয়ে অশ্লীল মন্তব্য করেন। এ ছাড়া হলে ফিরতে একটু দেরি হলেই ছাত্রীদের ডেকে যাচ্ছেতাই মন্তব্য করেন বলেও অভিযোগ ওই রেজিস্ট্রারের বিরুদ্ধে। এ বিষয়ে হল কর্তৃপক্ষকে একাধিকবার অবহিত করলেও এখন পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। তবে এসব অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে দাবি অভিযুক্তদের।

১৫ মে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় ছিনতাইয়ের শিকার হন ইতিহাস বিভাগের শিক্ষার্থী রাজু আহমেদ। বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা ভবনের সামনে ছিনতাইয়ের শিকার হন তিনি। ছিনতাইকারীরা ছুরি দেখিয়ে তার সঙ্গে থাকা সাইকেল, মোবাইল, ঘড়ি, মানিব্যাগ ছিনিয়ে নেয়। ৮ মে সোমবার রাতে জুবেরি ভবনের কাছ থেকে ছিনতাইয়ের শিকার হন গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী বাপ্পী। এদিনও ছুরি দেখিয়ে তার কাছে থাকা টাকা-পয়সা ও মোবাইল ছিনতাই করে দুর্বৃত্তরা। এরও আগে, ৩০ এপ্রিল বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে প্যারিস রোডে ছিনতাইয়ের শিকার হন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আসা এক শিক্ষার্থী। গত বছরের ২০ অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব আবদুল লতিফ হলে খুন হয় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থী মোতালেব হোসেন লিপু। এ ছাড়া রয়েছে ক্যাম্পাসে বহিরাগতদের অনুপ্রবেশ, স্থানীয়দের দ্রুতগতির মোটরবাইক ছোটানোর ফলে দুর্ঘটনার অভিযোগ।

বিশ্ববিদ্যালয় সীমানার মধ্যে ছিনতাইয়ের ঘটনায় নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা। ইংরেজি বিভাগের এক শিক্ষার্থী অভিযোগ করেন, ছিনতাইয়ের ঘটনা নতুন কিছু নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশ বা আইনশৃঙ্খলা বাহিনী দিয়ে একটি 'নিরাপত্তার লেবাস' পরিয়ে রাখা হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা অপরাধ দমনে ব্যর্থ।

মার্কেটিং বিভাগের শেষবর্ষের শিক্ষার্থী মাহফুজ মুন্না বলেন, ৪৪ বছরে ক্যাম্পাসে অর্ধশতাধিক হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। ক্যাম্পাসে প্রায়ই ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটছে। এ ছাড়া বহিরাগতরা যে যার ইচ্ছেমতো প্রবেশ করে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকে ও প্রশাসন ভবনে তালা দেয়, স্থানীয়রা আমাদের মাঠ দখল করে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাপদ স্থান বলে বিবেচিত হলেও ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীরাই সবচেয়ে অনিরাপদ। এসব ঘটনা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের ব্যর্থতা হিসেবে দেখছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক জোটের সাবেক সভাপতি আবদুল মজিদ অন্তর। তিনি বলেন, দিনে-দুপুরে একটা মেয়েকে ক্যাম্পাস থেকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হল, অথচ প্রশাসন কিছুই জানে না! এ ঘটনায় ক্যাম্পাসের যে কোনো মেয়েই নিজেকে অনিরাপদ মনে করবে। এটি শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভীতি সঞ্চার করছে। আমরা মনে করি আমাদের দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। অবিলম্বে প্রশাসনকে ক্যাম্পাসের সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক ড. আকতার বানু আলপনা বলেন, ক্যাম্পাস শিক্ষার্থীদের নিরাপদ একটা জায়গা। কিন্তু ক্যাম্পাসে পুলিশের উপস্থিতিতেও শিক্ষার্থী হত্যা ও অপহরণের ঘটনা ঘটছে। এসবের পরিপ্রেক্ষিতে ক্যাম্পাসের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সত্যিই উদ্বেগজনক।

নিরাপত্তা সংকটের অভিযোগ সম্পর্কে অধ্যাপক লুৎফর রহমান বলেন, ছাত্রী অপহরণের ঘটনাটি আকস্মিকভাবে ঘটেছে। বর্তমানে ক্যাম্পাসে দু-একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া সার্বিক পরিস্থিতি ভালো। তবে নিরাপত্তার বিষয়টি আমরা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছি। প্রয়োজন বোধে ক্যাম্পাসে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর তৎপরতা আরও বাড়ানো হবে।